দৈনিক খবর

72

শিক্ষকদের সভায় উত্তপ্ত আলোচনা

।। খবর রিপোর্ট ।।

চ্যান্সেলর কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বৈধতা প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পাঁচ ঘন্টাব্যাপী সাধারণ সভায় তুমুল বাক-বিতন্ডা ও উত্তপ্ত আলোচনার পর সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী হয়েছে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের একাংশ আজ সকাল ১১টার মধ্যে তলবী সভা আহবানের প্রস্তাব দিয়েছেন।

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক মূলতবী সভা গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হয়ে রাত পৌনে ১২টায় শেষ হয়। পাঁচ ঘন্টারও বেশী সময় ধরে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিক্ষকদের উপাচার্য সমর্থক ও বিরোধী অংশের মধ্যে তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের পদত্যাগের

২-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর চ্যান্সেলর অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়াকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন এবং এ নিয়োগাদেশের আইনগত দিক নিয়ে শিক্ষকদের বিতর্কের সূচনা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ বর্তমানে শিক্ষকদের সাদা প্যানেলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। বর্তমান উপাচার্যও সাদা প্যানেলের একজন নেতা ছিলেন। শিক্ষকদের অপর দু'টো প্যানেল নীল ও গোলাপী যৌথভাবে বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগাদেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

জানা গেছে, মেয়াদ শেষ হবার আগেই নির্বাচিত উপাচার্য পদত্যাগ করায় বর্তমান উপাচার্যকে ভারপ্রাপ্ত না করার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং শিক্ষকদের পক্ষ থেকে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের লংঘনের নিন্দা করার প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কের এক পর্যায়ে রাত পৌনে ১২টায় সভার সভাপতি সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী করে চলে যান। এ সময় সভায় উপস্থিত শিক্ষকদের একটা অংশ তাৎক্ষণিকভাবে তলবী সভা আহবানের প্রস্তাবে একমত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বৈধতা নিয়ে আলোচনার জন্য আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার মধ্যে তলবী সভা আহবানের প্রস্তাবের পক্ষে ৫২ জন শিক্ষক স্বাক্ষর করে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের কাছে পেশ করেন। উল্লেখ্য, তলবী সভা আহবানের জন্য আইনগতভাবে ৩০ জন শিক্ষকের যুক্ত স্বাক্ষর দরকার হয় এবং এ আহবান অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদ সভা না ডাকলে সভা তলবকারীরা নিজ উদ্যোগে সভা করতে পারেন। গতকাল সন্ধ্যায় তলবী সভা আহবানের প্রস্তাব নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় তলবী সভার প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। কার্যকরী পরিষদের সভায় তলবী সভা আহবানের প্রস্তাব ১১-৩ ভোটে বাতিল হয়ে যাবার পরে প্রস্তাবকরা সভা করবেন কি-না তা গতরাতে জানা যায়নি।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান এবং ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খুলে দিতে হবে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সভা বসবে--এই মর্মে নতুন উপাচার্যকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে ঘোষণা দিতে হবে।